সমকাল

তারিখ 19 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদন

# বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে ৩ থেকে ২০ লাখ টাকা লেনদেন

■ বিশেষ প্রতিনিধি

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ থেকে ২০ লাখ টাকার বিনিময়ে প্রভাষক নিয়োগের প্রমাণ পেয়েছে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি)। আর এই অনিয়মের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অংশীজনের মধ্যে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক সমিতির নেতা, রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের কর্মচারী ও ছাত্রনেতাদের একাংশ জড়িত। বাইরের অংশীজনের মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতাদের একাংশ জড়িত। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ■ পৃ. ১৫ : ক. ৪ ● ছবি : পৃষ্ঠা-২

## বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

প্রভাষক পদে চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে নিয়োগ-সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে যার নেটওয়ার্ক যত বেশি, তার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি। টিআইবি ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর গবেষণা করে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রভাষক নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পায়। আর ১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১২টিতে নিয়োগ বোর্ডে পছন্দের ও একই দলীয় মতাদর্শের সদস্যদের মনোনীত করার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

গতকাল রোববার টিআইবি প্রকাশিত 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব অনিয়মের চিত্র উঠে এসেছে। রাজধানীর ধানমণ্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন দুই গবেষক মো. রেযাউল করিম ও দীপু রায়। গবেষণায় ২০০১ থেকে ২০১৬ সালের প্রভাষক নিয়োগের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। তবে ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

নিয়োগ-পূর্ব অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষকের বাসার জন্য শিক্ষার্থীকে বাজার করাসহ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার বিনিময়ে আগে থেকেই একাডেমিক পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। নারী শিক্ষার্থীদের একাংশের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে একাডেমিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, পরীক্ষার আগে প্রশ্ন জানানো ও পরে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নিয়োগ পরীক্ষার সময় পিছিয়ে দেওয়া ও একাডেমিক পরীক্ষায় ফল প্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। আবার প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ ঠেকাতে অপছন্দের শিক্ষার্থীকে একাডেমিক পরীক্ষায় নম্বর কম দেওয়া হয়।

নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যাপারে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট প্রার্থীদের নিয়োগের উদ্দেশে প্রশাসন কর্তৃক সুবিধা অনুযায়ী প্রার্থিতার যোগ্যতা পরিবর্তন করা হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগে একজন নীতিনির্ধারকের সন্তান স্নাতক পর্যায়ের ফলে সিজিপিএ ৩.৫০ অর্জন করতে না পারায় শর্ত শিথিল করে তা ৩.২৫ করা হয়েছে। এই নিয়োগ শেষ হওয়ার পর আবারও আগের শর্তে ফিরে যাওয়া হয়েছে। আবার নিয়োগের শর্তে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর জন্য 'যে কোনো শর্ত শিথিলযোগ্য' বলে উল্লেখ করা হয়। অথচ এই 'বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী' বলতে কী বোঝানো হবে, তা কখনও বলা হয় না। এই বিশেষ যোগ্যতার অপব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য কম প্রচারিত স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, 'আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, গবেষণা প্রতিবেদনে যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা বাস্তব চিত্র। তবে কত শতাংশ অনিয়ম-দুর্নীতি হলো তা বিচার করছি না। একজন ভালো ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্পদ। একজন খারাপ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে মাত্র চার থেকে পাঁচ বছর জ্বালায়। কিন্তু নিম্ন মেধার একজনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলে সে ৪০ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।'

প্রভাষক প্রার্থীদের আবেদনের বিষয়ে গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আবেদনপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অপছন্দের প্রার্থীদের শুধু শ্রেণি বা গ্রেড উল্লেখ করা হয়। থিসিস, প্রকাশনা বা চাকরির অভিজ্ঞতা থাকলেও তা সেখানে উল্লেখ করা হয় না। কখনও কখনও আবেদনপত্রের সঙ্গে জমাকৃত সনদ, প্রকাশনার কপি, ড্রাফটের কপিসহ বিভিন্ন নথিপত্র নষ্ট করে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে তা জমা দেওয়া হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়। পছন্দের প্রার্থী যোগ্যতা পূরণ না করলেও মৌখিক পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

নিয়োগ কমিটি গঠনের ব্যাপারে বলা হয়েছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যদের পছন্দের বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী শিক্ষকদের নিয়োগ কমিটিতে মনোনীত করা হয়। উপাচার্যের অভিপ্রায় অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য এ ধরনের মনোনয়ন দেওয়া হয়। সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী শিক্ষকদের নিয়োগ কমিটিতে রাখতে উপাচার্য স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

নিয়োগের জন্য মৌখিক পরীক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে, অপছন্দের প্রার্থী বা ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী বা পূর্বনির্ধারিত প্রার্থী না হলে তাকে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বা মন্তব্য করে বিব্রত করা হয়। আবার পছন্দের প্রার্থীকে অকারণে প্রশংসা করা হয়। আবার যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষা হয়, সেখানে নির্বাচনী কমিটির সদস্যদের সবার অনুমোদন ছাড়া প্রশ্ন তৈরি, আগে থেকেই পছন্দের প্রার্থীকে প্রশ্ন জানিয়ে দেওয়াসহ পছন্দের প্রার্থীকে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তিতে যে ক'টি পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে একজন শিক্ষক বেশি নিয়োগ দেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টিতে এই নিয়ম লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কখনও কখনও অস্থায়ী নিয়োগ দিয়ে পরে ইউজিসির অনুমোদন নিয়ে তা স্থায়ী করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞপ্তির দ্বিগুণ বা তিনগুণও নিয়োগ দেওয়ার নজির রয়েছে। নিয়োগ বোর্ডের কেউ 'নোট অব ডিসেন্ট' দিলে সিন্ডিকেট কর্তৃক পর্যালোচনা করে নিয়োগ দেওয়ার বিধান থাকলেও তা মানা হয় না। সম্প্রতি পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪টি বিভাগের জন্য ১৪টি বিজ্ঞপ্তিতে মোট ৪৪ জনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও নেওয়া হয়েছে ৯২ জন। অতি সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চারজনের বিপরীতে নেওয়া হয়েছে নয়জন প্রভাষক।

প্রতিবেদনের সুপারিশে বলা হয়েছে, প্রভাষক নিয়োগের জন্য উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা বা নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হবে। নিয়োগের যথাযথ চাহিদা যাচাই ও আবেদনের যোগ্যতা আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট করতে হবে। প্রধান সংবাদপত্র ও নিউজ পোর্টালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। আবেদনের নথি জমা দেওয়ার পর এর প্রাপ্তি স্বীকার ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিয়োগ পরীক্ষায় একাডেমিক ফল, ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাস ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য আলাদা নম্বর রাখতে হবে। নোট অব ডিসেন্টকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। নিয়োগ-সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও কার্যকর নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে ইতিবাচক থাকলেও সার্বিক চিত্র হতাশাজনক। প্রভাষক নিয়োগে দলীয়করণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রভাব রয়েছে। আসলে জাতীয় রাজনীতির দ্বন্দ্বের প্রতিফলন এখানে পাওয়া যায়। পক্ষপাতিত্বের কারণে যোগ্য প্রার্থীরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দল ভারী, ভোটার বৃদ্ধি ও আর্থিক লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। আমরা নিয়োগের জন্য সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা চাই। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনীতিমুক্ত করার উপায় খুঁজতে হবে। সদিচ্ছা থাকলে তা অসম্ভব নয়।